'মেডেয়া'র সাথে সেদিন মধ্যরাতে....

নন্দিনী হোসেন

(গ্রীক ট্রেজেডীর 'মেডেয়া' এবং একালের এক 'নারী' – যারা দু'জন , দুই জীবনের , দুই সময়ের, পৃথিবীর দুই প্রান্তের প্রতিনিধি । তাঁদের দু'জনের মধ্যরাতের ,ভাব বিনিময়ের কিছু অংশ বিশেষ....। ঘড়ির কাঁটা তখন একটার ঘর ছুঁই ছুঁই করছে,ল্যাপটপের কি বোর্ডে আঙ্গুল গুলো নড়েচড়ে উঠার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে সবে – দিন শেষে ক্লান্ত শরীর,শ্রান্ত মন নিয়ে কিছুক্ষন 'নিজের জন্য, নিজের হয়ে' উঠার ব্যর্থ কসরৎ ! মাঝে মাঝে কিছুতেই মন বসে না, 'নিজের হয়ে উঠার' কসরতে ! মাঝে মাঝে মনটা, বড় বেশী অস্থিরতায় ভোগে। বিগড়ে যেতে চায়। জগৎ টাকে হাতের মুঠোয় চেপে পিষে ফেলতে ইচ্ছা জাগে ! ইচ্ছা জাগে, 'ইচ্ছা'র লাগাম টাকে ছেড়ে দিতে ! যেমন আজ রাত ! বারোটা থেকে ঘড়ির কাঁটা একটার দিকে ধেয়ে যাচ্ছে দ্রুত, তবু ল্যাপটপ সামনে রেখে 'কি–বোর্ডে' তাকানোই সার। আঙ্গুল নড়ে, আবার চুপসে যায়। ঘরের ভিতর,নাকি মাথার ভিতর কারো তীব্র নড়াচড়া, তীব্র আর্তনাদ ! তীব্র আকুতি !)

".....O zeus, and Earth, ad light,
Do you hear the chanted prayer
of a wife in her anguish?...."

".....Melting her life away in tears;No word from any friend can give her comfort...."

.....

".Medea, poor Medea !
Your grief touches our hearts.
A wanderer, where can you turn ?
To What welcoming house??
To what protecting land?
How wild with dread and danger
Is the sea where the gods have set your course !"

Medea, Euripides

নারী : কে ! কে ওখানে !

আগন্তুক : তোমার 'অতীত' !
নারী : অতীত ? আমার অতীত !
আগন্তুক : 'তোমাদের' অতীত !

নারী : প্লীজ, হেয়ালী ছেড়ে বলো, তুমি কে? কী চাও এই মধ্যরাতে? আমার এ'টুকু সময় বড়ই মহার্ঘ্য ! এই 'সময়ের' অধীশ্বর শুধুই আমি !
আগন্তুক : অধীশ্বর ! এতো এলোমেলো আর নিঃসংগ তুমি ! তারপরও নিজেকে অধীশ্বর ভাবো!
নারী : কে তুমি ? কী চাও বলো ?
আগন্তুক : মেডেয়া ! আমি, মেডেয়া !
নারী : মেডেয়া ! মেডেয়া !!মেডেয়া !!!
আগন্তুক : তোমার, তোমাদের পুর্বসুরী ! এই সময়ে 'তোমরা' কেমন আছ দেখতে এলাম - তুমি ভীষণ ছটপট করছিলে ! কেন?
নারী : ওহ মেডেয়া ! তোমার প্রতি আমার অসীম ভালোবাসা এবং প্রচন্ড ঘৃণা !এমন বিধ্বংসী আবেগ তোমার ! নারীর ভিতর সর্বনাশা আবেগের শিকল পুথেঁ দিয়েছো তুমি ! তোমাকে আমার প্রচন্ড ঘৃণা, মেডেয়া !
দেশ, রাজ্যপাট, পিতা ভ্রাতা সব ছেড়ে - ভালোবাসায় উন্মাদিনী সেজে, শেষে হলে হন্তারক ! তুচ্ছ এক 'পুরূষ মানুষের' জন্য !
ধিক তোমাকে !
তোমার জন্য অনন্ত কালের ঘৃণা বরাদ্দ, শুধুই ঘৃণা ! সন্তান হন্তারক নারী, ঘৃণার ও অযোগ্য তুমি! অন্য নারীর সঙ্গে ভাগ করে নিতে, ল্যাটা চুকে বুকে যেত! 'জেসন' এরা রাজা হবার জন্যই জন্মায়, চলে বলে কৌশলে রাজা হবে , যখন তোমাকে দরকার ছিল তখন সে ছিল তোমার, যখন উপরে উঠার জন্য অন্য নারীর দরকার, তখন তোমার প্রয়োজন ফুরায়। কেন বুঝলে না মেডেয়া !?
ইতিহাসে তোমার 'আস্তানা' এখন শুধুই প্রতিশোধে নতুন মাত্রা যোগ করায়, শুধুই '....."passion for revenge" !

মেডেয়া : হা হা হা ! ....Passion for love হলেই কিন্তু মানানসই হতো !

নারী : তোমার হাসিটা তোমার মতই বিভৎস ! তোমার মতই দুঃখি ! তোমার মতই সুন্দর ! তোমার মতই দুর্বল ! তোমার মতই করুন ! তোমার মতই সর্বস্বান্ত ! তোমার মতই বোকা !
তবু, মাঝে মাঝে সত্যি আমার কাঁন্না পায়, তোমার জন্য মেডেয়া ! তোমাকে, তোমার 'কষ্টকে 'তীব্র ভাবে অনুভব করি যে !

মেডেয়া : সত্যি করো ? আমি জেনে অভিভূত ! ধন্যবাদ তোমাকে ! আচ্ছা, এবার বলো 'এ কালের নারী' কেমন আছে ? তোমার কথা বলো। কেমন আছ তুমি? এত ছটপটইবা করছিলে কেন?

নারী : ' আমরা' আটকে আছি অদ্ভুত এক 'ভিসিয়াস সার্কেলে' ! বিশ্বাস করো, এখনও ! তীব্র তৃষ্ণায় ছটপট করছি। বার বারই অন্ধকার এসে হানা দেয় আলোর পথে। দিশা খুঁজে পাইনা। মরীচিকার পেছনে ছুটে ভাবি, পেয়ে গেছি সব - অতঃপর দেখি শেয়ালের উল্লাস চারিদিকে। শুধুই নিকষ আধাঁর ! রাত দীর্ঘতর হয়, ভোরের আলোর দেখা মেলে না আর....!

আমার উর্ধতন নারীরা পারেনি, পারিনি আমি। আমাদের অনাগত নিম্নতম নারীগণ সে বৃত্ত ছিন্নভিন্ন করবেই করবে, সে আশায় আছি ! 'হঠাৎ আলোর ঝলকানীর' মত করে নয়, পিপীলিকার মত দলে দলে, দলে দলে ভাংবে বৃত্ত !বৃত্তহীন, শেকলহীন জীবন ! আহা ! না জানি কেমন তা ! স্বাভাবিক নিঃশ্বাসের মত, জলে সাতাররত মীনবালাদের মত, মুক্ত স্বাধীন.... !
পারবেকি কখনও আদৌ ?
একালের 'জেসন'দের সাতকাহন শুনো, শুনাই তোমাকে ....! শুনবে?

মেডেয়া : শুনতে চাই সব। তুমি বলো।

শুধু দু'দলের কথাই আজ শুনাই তোমাকে - একদল আছেন, যাঁরা নিজের স্ত্রী নামক 'বস্তু' টাকে রাখেন বড়ই 'সযতনে' । নাড়াচাড়া করেন যথাসম্ভব ভঙ্গুর তৈজসপত্রের মতো ! আলগোছে ! অনেকটা এরকম,তৃতীয় বিশ্বের মহাসম্মানিত 'উন্নয়ন সহযোগী' দের মতো - কিছুটা গণতন্ত্র থাকবে নিজেদের সুবিধার্থে, থাকবে কিছুটা 'সু-শাসন'। কিন্তু, তথাকথিত সহযোগিতা পেয়ে, আহ্লাদে গদ্গাদ হয়ে প্রকৃত উন্নয়ন, সুশাসনের চেষ্টা দেখলেই, মুঠোয় রাখা রশি টেনে ধরেন হ্যাঁচকা টানে ! তাঁরাও তেমনি,'শিক্ষিত বৌ' কে খানিকটা লাগাম ছেড়ে দিয়ে, কিছুটা কাজকর্ম বাইরে করতে উৎসাহিত করে, বন্ধুদের আড্ডায় প্রগতিশীল সাজেন। নারী পুরূষের সাম্য নিয়ে কথা বলার দারুন ফ্যাশন চলছে কিনা আজকাল ! যদিও অন্তরের গভীরে তিনি স্বাধবী রমণী খোঁজেন....চান, সকাল-দুপুর, বিকেল- রাত, বিছানা গোছানো নারী ! আর তাই, কিছুটা ছাড়েন,বেশীটা রাখেন হাতের মুঠোয় !

এমন করে তাকিয়ে আছো কেনো মেডেয়া ? বিশ্বাস হচ্ছে না?

মেডেয়া : এতো দেখি মহা গোলমেলে ব্যাপার !

নারী : ধর্য্য ধরে শুনইনা একটু ! .... আরেকদল আছেন তৃপ্তির ঢেকুর তুলেন 'তৃপ্তি'র সাথে॥ তিনি, তার পিতামহের মতো নন। তিনি গর্বিত তাই নিজের নতুন ভুমিকায়। গর্বিত তিনি হতেই পারেন - দিনে দশবার 'কদমবুসি' চান না তার 'অর্ধাঙ্গিনীর' কাছে !এসব 'বড্ডই সেকেলে' ব্যাপার স্যাপার। হাড় ব্যাকা, গাড় ব্যাকা, জবুথবু দাঁড়ানো, পোটলা - তিন সত্যি করে বলছি, চান না তিনি !
তাঁর চাই, ঝরঝরে, তকতকে সাজানো গুছানো ঘরে -বাইরে দারুন স্মার্ট, লাইফ পার্টনার ! কোন কাগজ পত্র ছাড়া, ভালোবাসার দিব্বি কেটে 'লিভ টুগেদার' এ মানাতে পারলে আরও ভালো ! তাতে কোনই ঝক্কি নেই। ইচ্ছার কমতি হলেই বিদেয় করে দেওয়া যায়। ল্যাটা চুকেবুকে গেলো ! মন আনচান অন্যজনে,অন্য দ্বারে, কত দ্বারে বার বার, শতবার! আহা, কি জীবন একখান !

তিনি, উত্তর আধুনিক পুরূষ !

তিনি পিতামহ কিংবা পিতার পায়ের উপর পা তুলে বসার বদ অভ্যাসগুলো অনেক পিছনে ফেলে এসেছেন। তিনি ভীষণ উদার পুরূষ ! অগুন্তি বান্ধবী তাঁর, 'বউ' মাইন্ড করেন না ! বাঁচ্চার 'ন্যাপি' চ্যেইঞ্জ করেন রাত- বিরেতে, বাঁচ্চার মুখে ফিডারটাও প্রয়োজয়ে ধরতে পারেন ভালোই !
'ডার্লিং ওয়াইফের'সাথে কিচেনেও ঢুকে যান ! 'স্যালাড' তৈরিতে তিনি বেশ সিদ্ধ হস্ত। বৌ এর বান্ধবী মহলে ইতিমধ্যেই বেশ নাম করেছেন। বান্ধবীরা ঈশ্বার্র দীর্ঘশ্বাস, 'গোপন'করে গোপনে।

তিনি 'উত্তর আধুনিক' পুরূষ !

বড় বেশী উদার, নিজের বৌয়ের সামনেই তার বান্ধবীদের নিয়ে রং ঢং এ ভেসে যান। 'ডার্লিং ওয়াইফ', সব দেখে শুনে চোখ বুঝে, নিজেও আধুনিক হবার ভান করেন হেসে হেসে !কসরৎ করেন তাল মেলাতে !হোছট খেতে খেতে সামলে নেন নিজেকে ! তব্ মাঝে মাঝে হাসির মাত্রা ম্লান হবার আশংখায়- 'প্রগতিশীল' তকমা হারানোর ভয়ে, ঘুমের ওষুধের মাত্রাটা বাড়িয়ে দেন গোপনে। সকালে আবার অফিস দৌড়াতে হবে ! ওসব 'ফালতু' সেন্টিমেন্ট নিয়ে বসে থাকলে- পরে থাকতে হবে মইয়ের নীচে ! ষ্টেটাসের ক্ষতি বলে কথা !
কি হলো ! তুমি শুনছোতো? চোখ এমন করে রেখেছ কেন? একটু স্বাভাবিক চোখে তাকাও নারে বাপু !
মেডেয়া ঃ- মাথা মুন্ডু কিছুই যে বুঝছি না !

নারী : কিম্ভুত লাগছে ? হুম ! জানো, মাঝে মাঝে ইচ্ছা জাগে - মুখোশগুলো খসে পরুক । তারপর, যার যা খুশী,যেমন খুশী সাজুক । মানুষ শুধুই নিজের মালিক হোক! 'তথাকথিত' বিধাতা কে হাতের কাছে পেলে , দুমড়ে মুচড়ে ছুড়ে ফেলে দিতে বড্ড এক রোখা বুনো জিদ ছাপে, মাঝে মাঝেই !
কেন এই চতুরতা !
কেনো?
মেডেয়া : ঈশ্বরকে নারী কখন ও নির্মান করেনি তাই ! চলো, আমরা এবার নিজের ঈশ্বর, নিজেই বানাই!

নারী : মেডেয়া ! আগে ছিল শুধুই ঘর । এখন, ঘর-বার সর্বত্র নারী, 'সকল কাজের কাজী' । তাতেই তার কদর, ধন্য ধন্য রব ! 'এত পারেন' সব দশ হাতে সামলান ! ' ধন্য ধন্য' এর ফাঁক গলে জীবন কখন ফাঁকি দিয়ে যায় তাকে ! একদিন হটাৎ ! মনে পরে, কিসের বেগার - কেমন জীবন ! নিজের মত করে , করা হয়নি একটি দিনও যাপন ! সবই শিখিয়ে পরিয়ে দেওয়া। 'পুতুলে' দম দিয়ে ছেড়ে দেওয়া, বিরান রাজপথে ! চারদিকে ঘিরে থাকে সারাক্ষন তালি দেওয়া দল, প্রয়োজনে তালি দেয়, অতঃপর, এক সময় দমটা বন্ধ করে চাবি খুলে পকেটে পুরে নিয়ে যায় ....!

তাতেই ধন্য নারী, আজকের নারী !

'ডিপ্রেসন'কে হাসি মুখে লুকিয়ে রেখে দেখান, তিনি কত বেশী পারেন, কত তার ক্ষমতা ! তিনি ঘর সামলান। দোর সামলান। বার সামলান। বন্ধু সামলান । সন্তান সামলান। সামলান স্বামী নামক এক 'কিম্ভুত জীব' ও ! চলো, আমাদের ঈশ্বর আমরাই নির্মান করি ! আমাদের জীবন আমরা সাজাই চলো এবার ! তবেই হবে আমাদের আসল উত্তরণ !

'পুরূষ মানুষের' বানানো ধর্মে, ঈশ্বরে আমরা একযোগে অনাস্থা জ্ঞাপন করি, চলো ! আমাদের মনের মতো করে নির্মান করি আমাদের বেহেস্ত ! প্রতিহিংসা নয়, সমান অধিকার নিশ্চিত করব ! বেহেস্তের উঠোনে বসে মুখোমুখি নারী-পুরুষ, হাতে চায়ের কাপ , নতুন বন্ধুত্বের তুমুল নির্মান !

বেহেস্তের সংগা এসো পালটে দেই ! দেবে !!?

মেডেয়া : দেবো! হাত বাড়াও, রাখো আমার হাতে হাত ! আমাকে বিশ্বাস করো, আমি আর 'জেসনের'

কথায় ভুলবো না !
নারীঃ- বাড়ালাম হাত। একি ! হাত কই !প্লীজ হাতটা দাও .....! প্লীজ !.....

(অট্টহাসির শব্দ ঘরময় টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পরে। দরমর করে উঠে বসতেই মনে পরে যায়, কখন ক্লান্ত দেহে তন্দ্রা নেমেছিল চোখে - কোথাও অট্টহাসি নেই ! ক্ষণিকের জন্য খুলে রাখা খোলসের ভিতর আবার সেধিঁয়ে যেতে যেতে প্রচন্ড হাহাকার নামে ভিতরে -বাইরে, মনের অলিন্দে অলিন্দে !)